যুগান্তর

তারিখ 09 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

গাজীপুরের সরকারি দুই হাইস্কুল

শিক্ষা কার্যক্রমে অনিয়ম

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে দুটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নানা অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, জেলা শহরে রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, শিক্ষার পরিবেশ, পাঠদান ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার অভাব, শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানো এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আন্তরিকতা না থাকার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। সোমবার জেলার উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যরা এসব অভিযোগ করেন। জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে সরকারি এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। জেলার সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ স্কুল দুটিতে লেখাপড়া করে থাকে। বিশেষ করে জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সন্তানরাও ভর্তি হয় এ স্কুল দুটিতে। মানের দিক থেকে জেলার সেরা এ দুটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্রমশ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাসুদা খানম ঢাকায় বসবাস করেন। তিনি নিয়মিত সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন না। তার দক্ষ তদারকির অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার অতীতের সুনাম ধরে রাখতে পারছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিয়মিত ক্লাস নেন না। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা থেকে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সরেজমিন রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে তিনি সভায় অবহিত করেন বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি স্কুলে গিয়ে দেখতে পান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তখনও স্কুলে এসে পৌঁছেননি। আর সাতটি ক্লাসের মধ্যে মাত্র একটি ক্লাস চলছে। অন্য ৬টি ক্লাসে কোনো শিক্ষক নেই। শিক্ষার্থীরা হই-হুল্লুড় করছে। আবার ক্লাসের মধ্যেই একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন আদায় করছেন। সভায় উপস্থিত কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ার প্রতি উৎসাহ জোগান বেশি। মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার অভিযোগও রয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে। জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহারের জন্য টয়লেটগুলো অপরিষ্কার ও ব্যবহার অনুপযোগী। শিক্ষার্থীরা বারবার অভিযোগ দিলেও এর কোনো প্রতিকার হয়নি। এ ব্যাপারে জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান জানান, তার স্কুলে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য টয়লেটগুলো সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাসুদা খানম বলেন, আমি নিয়মিত স্কুলে যাই। আজ আমি ছুটিতে ছিলাম। কেন শিক্ষকরা আজ ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলেন তার জন্য কারণ দর্শানো হবে। প্রাইভেট না পড়াতে শিক্ষকদের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে।